ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ৩য় পত্র: উসূলুল ফিকহ ও আসরারুশ শরীয়াহ

ক বিভাগ: উসূলুল ফিকহ- ৪০

(রচনামূলক প্রশ্ন)

গ্রন্থকার পরিচিতি (ইমাম আল-বাজদাবী)

১. ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-বাজদাবী (র)-এর পুরো নাম ও জন্মস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত লিখ এবং শৈশবের প্রতিপালন ও ইলম শিক্ষার ওপর আলোকপাত কর। (اكتب الاسم الكامل للإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي ومكان ولادته، وسلط الضوء على نشأته العلمية وتربيته في الطفولة بالتفصيل)

২. আল-বাজদাবী তাঁর জ্ঞানার্জনের জন্য কোন কোন অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন? তাঁর ইলমী সফরের উদ্দেশ্য ও ফলাফল কী ছিল সবিস্তারে লিখুন। (ما هي المناطق التي سافر إليها البزدوي لطلب العلم ورحلاته؟ اكتب بالتفصيل عن أهداف ونتائج أسفاره العلمية)

৩. আল-বাজদাবীর বিখ্যাত শায়খ (উস্তাদ) ও ছাত্রবৃন্দ কারা ছিলেন? তাঁর ইলমী সিলসিলা (জ্ঞানধারা) কীভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হয়েছে? (من هم أشهر شيوخ البزدوي وتلاميذه؟ وكيف انتقلت سلسلته العلمية جيلا بعد جيل؟)

৪. ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে আল-বাজদাবীর ইলমী মর্যাদা (মাকানাতুল ইলমিয়্যাহ) ব্যাখ্যা কর। সমকালীন ওলামাগণ তাঁর সম্পর্কে কী বলতেন? (اشرح المكانة العلمية للبزدوي في علم الفقه وأصوله - وماذا كانت أقوال العلماء المعاصرين فيه؟)

৫. ইমাম আল-বাজদাবীর উল্লেখযোগ্য অবদান (মানাকিব) কী ছিল? ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর সংস্কারমূলক কাজগুলো আলোচনা কর। (ما هي مناقب الإمام البزدوي البارزة؟ وناقش أعماله الإصلاحية في علوم الفقه وأصوله)

৬. আল-বাজদাবীর লেখালেখি ও গ্রন্থাবলির একটি তালিকা দাও। তাঁর কোন কোন গ্রন্থ অন্যান্য ফিকহী মাযহাবেও সমাদৃত হয়েছে? (قدم قائمة بمؤلفات

البزدوي وكتبه - وما هي مؤلفاته التي حظيت بالقبول والاهتمام في المذاهب الفقهية الأخرى؟)

৭. ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবীর মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল? তাঁর মৃত্যুর পর মুসলিম বিশ্বে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল? (كيف كانت وفاة الإمام فخر الإسلام البزدوي؟ وما هو نوع ردود الفعل التي ظهرت في العالم الإسلامي بعد وفاته؟)

৮. আল-বাজদাবী যে ইলমী পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন, সে পরিবেশ তাঁর ফিকহী ও উসূলী চিন্তাধারাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল- বিশ্লেষণ কর। (حلل كيف أثرت البيئة العلمية التي نشأ فيها البزدوي على فكره الفقهي والأصولي)

৯. হানাফি মাযহাবের মধ্যে উসূলুল ফিকহের জ্ঞানকে সংকলিত ও সুসংগঠিত করার ক্ষেত্রে আল-বাজদাবীর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। (اشرح دور البزدوي في تجميع وتنظيم علم أصول الفقه داخل المذهب الحنفي)

১০. তাঁর সমসাময়িক ফকীহ ও উসূলীগণের সাথে আল-বাজদাবীর সম্পর্ক কেমন ছিল? তাঁর ইলমী জীবনে তাঁদের প্রভাব আলোচনা কর। (كيف كانت علاقة البزدوي بالفقهاء والأصوليين المعاصرين له؟ وناقش تأثيرهم على حياته العلمية؟)

উসূলুল ফিকহ : গ্রন্থকার পরিচিতি রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১: ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-বাজদাবী (রহ.)-এর পুরো নাম ও জন্মস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত লিখ এবং শৈশবের প্রতিপালন ও ইলম শিক্ষার ওপর আলোকপাত কর।

اكتب الاسم الكامل للإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي ومكان ولادته، وسلط الضوء على نشأته العلمية وتربيته في الطفولة بالتفصيل)

উত্তর:

১. ভূমিকা:

হানাফি মাযহাবের উসূল বা মূলনীতিসমূহকে সুসংহত ও যৌক্তিকভাবে উপস্থাপনে যে কয়জন মনিষী ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে 'ফখরুল ইসলাম' বা 'ইসলামের গর্ব' খ্যাত ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) অন্যতম। তিনি একাধারে ছিলেন ফকিহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির এবং গভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন উসূলবিদ। হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত উসূল গ্রন্থ 'কানজুল উসুল' বা 'উসূলুল বাজদাবী' তাঁরই অমর কীর্তি।

২. নাম ও বংশ পরিচয়:

ইমাম বাজদাবী (রহ.) এক সম্ভ্রান্ত ও উচ্চবংশীয় আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

- **নাম:** তাঁর নাম আলী।
- **পিতার নাম:** মুহাম্মদ।
- **দাদার নাম:** হোসাইন।
- **কুনিয়াত (উপনাম):** তাঁর কুনিয়াত হলো **'আবুল উসর'** (أبو العسر)। 'উসর' অর্থ কঠিন্য। ফিকহ ও উসূলের কঠিন ও জটিল মাসআলাগুলো তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমাধান করতেন এবং ইলমি বিতর্কে তিনি ছিলেন প্রতিপক্ষের জন্য অত্যন্ত কঠোর, তাই তাঁকে এই উপনামে ভূষিত করা হয়।

- **লকব (উপাধি):** তাঁর উপাধি হলো **'ফখরুল ইসলাম'** (فخر الإسلام) বা ইসলামের গর্ব। তাঁর পাণ্ডিত্য ও দ্বীনের খেদমতের স্বীকৃতিস্বরূপ তৎকালীন ওলামায়ে কেরাম তাঁকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন।

- **বংশলতিকা:** আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হোসাইন ইবনে আব্দুল কারিম ইবনে মুসা ইবনে ঈসা ইবনে মুজাহিদ আল-বাজদাবী।

৩. জন্মস্থান ও জন্ম সন:

- **জন্মস্থান:** তিনি মাওয়ারাননাহার (বর্তমান উজবেকিস্তান)-এর অন্তর্গত **'নসফ'** (Nakhshab/Qarshi) শহরের অদূরে অবস্থিত **'বাজদাহ'** (Pazdah) নামক এক ঐতিহাসিক দুর্গের সন্নিকটে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থানের দিকে সম্পৃক্ত করেই তাঁকে 'আল-বাজদাবী' বা ফারসি উচ্চারণে 'আল-পাজদাবী' বলা হয়।

- **জন্ম সন:** তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ থাকলেও নির্ভরযোগ্য মতে তিনি ৪০০ হিজরি বা ৪২১ হিজরি সনের দিকে জন্মগ্রহণ করেন।

৪. শৈশবের প্রতিপালন ও পরিবেশ:

ইমাম বাজদাবী (রহ.)-এর জন্ম এমন একটি পরিবারে হয়েছিল, যা বংশপরম্পরায় ইলমের ধারক ও বাহক ছিল।

- **ইলমি পরিবার:** তাঁর প্রপিতামহ শায়খ আব্দুল কারিম (রহ.) ছিলেন ইমাম আবু মানসুর আল-মাতুরিদি (রহ.)-এর বিশেষ ছাত্র। তাঁর দাদা শায়খ হোসাইন এবং পিতা শায়খ মুহাম্মদ উভয়েই ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ ফকিহ।

- **প্রতিপালন:** এমন এক পুণ্যময় পরিবেশে তিনি লালিত-পালিত হন, যেখানে সকাল-সন্ধ্যা কুরআন ও হাদিসের চর্চা হতো। পিতার তত্ত্বাবধানে তিনি শৈশবেই ইসলামি আদব-কায়দা ও তাকওয়ার দীক্ষা লাভ করেন। বাল্যকালেই তাঁর মেধার স্ফুরণ ঘটে, যা তাঁকে ভবিষ্যতের ইমাম হিসেবে গড়ে তোলে।

৫. শিক্ষাজীবন ও ইলম অর্জন:

তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় পারিবারিকভাবে এবং পরবর্তীতে তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়।

- **প্রাথমিক শিক্ষা:** তিনি শৈশবে পবিত্র কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। এরপর পিতার নিকট থেকেই আরবি ভাষা, ব্যাকরণ ও ফিকহের প্রাথমিক কিতাবাদি অধ্যয়ন করেন।
- **উচ্চতর শিক্ষা:** প্রাথমিক স্তর শেষ করে তিনি তৎকালীন ইলমের কেন্দ্রবিন্দুগুলোতে গমন করেন। তিনি সে যুগের বিখ্যাত ইমাম 'শামসুল আইম্মাহ' আল-হালওয়ানী (রহ.)-এর দরসে যোগদান করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করে ফিকহ, উসূল, হাদিস ও তাফসির শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিশেষ করে হানাফি ফিকহের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো তিনি আয়ত্ত করেন এবং 'আসহাবুত তারজিহ' (ফতোয়া প্রদানে অগ্রাধিকারদানকারী মুজতাহিদ)-এর স্তরে উন্নীত হন।

৬. উপসংহার:

মূলত, ইমাম বাজদাবী (রহ.)-এর শৈশব ও শিক্ষাজীবন ছিল কঠোর সাধনা ও নিরলস জ্ঞানচর্চার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে নিজস্ব মেধার সমন্বয়ে তিনি নিজেকে হানাফি মাযহাবের এক অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

প্রশ্ন ২: আল-বাজদাবী তাঁর জ্ঞানার্জনের জন্য কোন কোন অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন? তাঁর ইলমী সফরের উদ্দেশ্য ও ফলাফল কী ছিল সবিস্তারে লিখুন। (اكتب ما هي المناطق التي سافر إليها البزدوي لطلب العلم ورحلاته؟ بالتفصيل عن أهداف ونتائج أسفاره العلمية) [2]

উত্তর:

১. ভূমিকা:

প্রাচীন যুগে মুসলিম মনীষীদের জ্ঞানার্জনের অন্যতম মাধ্যম ছিল 'রিহলা' বা ইলমি সফর। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.)-ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন

না। তিনি জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ এবং দ্বীনের প্রচারের লক্ষ্যে তৎকালীন বিশ্বের বিভিন্ন ইলমি জনপদ সফর করেন।

২. ভ্রমণকৃত অঞ্চলসমূহ:

ইমাম বাজদাবী (রহ.)-এর জীবনের বড় একটি অংশ কেটেছে ইলমি সফরে। তিনি যেসব অঞ্চলে ভ্রমণ ও অবস্থান করেছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- **বুখারা:** তৎকালীন সময়ে বুখারা ছিল 'কুব্বাতুল ইসলাম' বা ইসলামের গম্বুজ। এখানে অসংখ্য মুহাদ্দিস ও ফকিহ বসবাস করতেন। ইমাম বাজদাবী এখানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে শামসুল আইম্মাহ আল-হালওয়ানীর নিকট ইলম শিক্ষা করেন।

- **সমরকন্দ:** জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের জন্য সমরকন্দ বিখ্যাত ছিল। ইমাম বাজদাবী এখানে বহুবার সফর করেন এবং অবস্থান করেন। এখানেই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো রচনা ও শিক্ষাদান করেন।

- **নসফ ও কেশ:** নিজ জন্মভূমির আশেপাশের এই অঞ্চলগুলোতেও তিনি ইলমি প্রয়োজনে যাতায়াত করতেন।

৩. ইলমী সফরের উদ্দেশ্য:

তাঁর এই সফরগুলো নিছক ভ্রমণের জন্য ছিল না, বরং এর পেছনে ছিল মহৎ কিছু উদ্দেশ্য:

- **শ্রেষ্ঠ উস্তাদদের সান্নিধ্য লাভ:** তিনি চেয়েছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমদের সরাসরি সান্নিধ্য লাভ করতে এবং তাঁদের সিনায় (বক্ষে) সংরক্ষিত ইলম আহরণ করতে।

- **হাদিস সংগ্রহ ও যাচাই:** বিভিন্ন সনদে হাদিস শোনা এবং তার যথার্থতা যাচাই করা ছিল তাঁর সফরের অন্যতম লক্ষ্য।

- **বাতিল মতবাদের খণ্ডন:** তৎকালীন সময়ে মুতাজিলা ও অন্যান্য ভ্রান্ত ফিরকার প্রাদুর্ভাব ছিল। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে বাহাস বা বিতর্কের মাধ্যমে তাদের যুক্তি খণ্ডন করতেন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতেন।

৪. সফরের ফলাফল ও প্রভাব:

তাঁর এই ব্যাপক সফরের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী:

- **ইলমি গভীরতা ও পূর্ণতা:** বিভিন্ন অঞ্চলের আলেমদের সংস্পর্শে এসে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি উদার ও গভীর হয়। তিনি হানাফি ফিকহের সাথে শাফেয়ী ও অন্যান্য মাযহাবের তুলনামূলক অধ্যয়নের সুযোগ পান।
- **উসূল শাস্ত্রের সংস্কার:** সফরের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি অনুভব করেন যে, হানাফি মাযহাবের উসূলগুলো সুবিন্যস্ত করা প্রয়োজন। এর ফলশ্রুতিতেই তিনি 'কানজুল উসুল' রচনা করেন, যা হানাফি উসূলের গঠন ও বিকাশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে।
- **বিশাল ছাত্রগোষ্ঠী তৈরি:** তিনি যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই জ্ঞানপিপাসু ছাত্ররা তাঁর চারপাশে ভিড় করেছে। ফলে মধ্য এশিয়া জুড়ে তাঁর হাজার হাজার ছাত্র তৈরি হয়, যারা পরবর্তীতে দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দেন।

৫. উপসংহার:

ইমাম বাজদাবী (রহ.)-এর ইলমি সফরগুলো ছিল জ্ঞান অন্বেষণ ও বিতরণের এক মহান মিশন। তাঁর এই সফরের বরকতেই হানাফি মাযহাব মধ্য এশিয়ায় শক্তিশালী ভিত্তি লাভ করে এবং ফিকহ শাস্ত্র এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়।

প্রশ্ন ৩: আল-বাজদাবীর বিখ্যাত শায়খ (উস্তাদ) ও ছাত্রবৃন্দ কারা ছিলেন? তাঁর ইলমী সিলসিলা (জ্ঞানধারা) কীভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হয়েছে?
(من هم أشهر شيوخ البزدوي وتلاميذه؟ وكيف انتقلت سلسلته العلمية جيلا بعد جيل؟)

উত্তর:

১. ভূমিকা:

কোনো আলেম বা মুজতাহিদের ইলমি গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে তাঁর 'সনদ' বা উস্তাদ পরম্পরার ওপর। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) এমন এক

স্বর্ণালি সনদের অধিকারী ছিলেন, যা সরাসরি ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে যুক্ত।

২. বিখ্যাত শায়খ ও উস্তাদবৃন্দ:

ইমাম বাজদাবী (রহ.) তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠতম মনিষীদের কাছ থেকে ইলম হাসিল করেন। তাঁর কয়েকজন উল্লেখযোগ্য উস্তাদ হলেন:

- **শামসুল আইম্মাহ আল-হালওয়ানী (রহ.):** (ওফাত: ৪৪৮ হি.) তিনি ছিলেন ইমাম বাজদাবীর প্রধান উস্তাদ। তাঁকে 'সূর্যসম ইমাম' বলা হতো। ইমাম বাজদাবী তাঁর কাছেই ফিকহ ও উসূলের জটিল গ্রন্থিসমূহ উন্মোচন করেন।
- **শায়খ আবু আলী হোসাইন ইবনে খিজির আন-নাসাফী (রহ.):** ইলমে কালাম ও আকাইদ শাস্ত্রে তিনি ছিলেন পারদর্শী।
- **শায়খুল ইমাম আবু ইয়াকুব ইউসুফ ইবনে মনসুর আস-সাইয়ারী (রহ.)।**
- **শায়খ মুহাম্মদ ইবনে হোসাইন (রহ.):** ইমাম বাজদাবীর পিতা এবং প্রাথমিক ও প্রধান শিক্ষাগুরু।

৩. বিখ্যাত ছাত্র ও শাগরেদবৃন্দ:

ইমাম বাজদাবী (রহ.)-এর ইলমি দরগাহ থেকে পান করে অসংখ্য ছাত্র বিশ্ববিখ্যাত আলেমে পরিণত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো:

- **সদরুল ইসলাম আবুল ইউসর আল-বাজদাবী (রহ.):** তিনি ছিলেন ইমাম ফখরুল ইসলামের আপন ছোট ভাই। ইলম ও বয়সে ছোট হলেও তিনি ছিলেন তাঁর ভাইয়ের ইলমের অন্যতম ধারক এবং 'উসূলুল বাজদাবী'র অন্যতম বর্ণনাকারী।
- **ইমাম নজমউদ্দিন ওমর আন-নাসাফী (রহ.):** তিনি বিখ্যাত 'আকাইদুন নাসাফি' গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ইমাম বাজদাবীর অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

- **আলাউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস-সমরকন্দী (রহ.):** 'তুহফাতুল ফুকাহা' গ্রন্থের লেখক এবং হানাফি ফিকহের বড় স্তম্ভ।
- **হাসান ইবনে আব্দুল মালিক আল-কাযী (রহ.)।**

৪. ইলমী সিলসিলা বা জ্ঞানধারা (সনদ):

ইমাম বাজদাবী (রহ.)-এর ইলমী সিলসিলা অত্যন্ত শক্তিশালী। এটি নিম্নোক্ত ধারায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) পর্যন্ত পৌঁছেছে:

১. ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) শিক্ষা গ্রহণ করেন —

২. শামসুল আইম্মাহ আল-হালওয়ানী (রহ.)-এর নিকট। তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন —

৩. কাজি আবু আলী আন-নাসাফী (রহ.)-এর নিকট। তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন —

৪. আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে ফজল (রহ.)-এর নিকট। তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন —

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-হারিসী (সুবাজমুনী) (রহ.)-এর নিকট। তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন —

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-কালাসী (রহ.)-এর নিকট। তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন —

৭. বশর ইবনে গিয়াস আল-মেরিসী (রহ.)-এর নিকট (অন্য বর্ণনায় সরাসরি ইমাম মুহাম্মদের ছাত্র থেকেও এসেছে)।

৮. তাঁরা ছিলেন ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর ছাত্র।

৯. তাঁরা উভয়ে ছিলেন ইমামুল আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রত্যক্ষ ছাত্র।

৫. উপসংহার:

ইমাম বাজদাবী (রহ.) ছিলেন এক মহান ইলমি বৃক্ষ, যার শিকড় ছিল সাহাবা ও তাবেয়িনদের যুগে প্রোথিত এবং যার ডালপালা তাঁর ছাত্রদের মাধ্যমে সারা বিশ্বে

ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর এই ইলমি সিলসিলা বা জ্ঞানধারার মাধ্যমেই হানাফি ফিকহ বিশুদ্ধরূপে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছেছে।

প্রশ্ন ৪: ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে আল-বাজদাবীর ইলমী মর্যাদা (মাকানাতুল ইলমিয়্যাহ) ব্যাখ্যা কর। সমকালীন ওলামাগণ তাঁর সম্পর্কে কী বলতেন?
(اشرح المكانة العلمية للبزدوي في علم الفقه وأصوله - وماذا كانت أقوال العلماء المعاصرين فيه؟)

উত্তর:

১. ভূমিকা:

হিজরি পঞ্চম শতাব্দী ছিল ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রের বিকাশের স্বর্ণযুগ। এই যুগে যেসব মনিষী তাঁদের ইলমী প্রজ্ঞা দ্বারা মুসলিম বিশ্বকে আলোকিত করেছিলেন, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) তাঁদের শীর্ষস্থানীয়। ফিকহ ও উসূল—উভয় শাস্ত্রেই তিনি ছিলেন একচ্ছত্র অধিপতি।

২. ফিকহ ও উসূলে তাঁর ইলমী মর্যাদা:

ইমাম বাজদাবী (রহ.)-এর ইলমী মর্যাদা কয়েকটি বিশেষ দিক থেকে বিচার করা যায়:

- **আসহাবুত তারজিহ:** ফকিহদের স্তরবিন্যাসে তিনি ছিলেন 'আসহাবুত তারজিহ'-এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ বিভিন্ন ফিকহি মতামতের মধ্যে কোনটি শক্তিশালী এবং কোনটি দুর্বল, তা নির্ণয় করার পূর্ণ যোগ্যতা তাঁর ছিল।
- **ইমামুল আইম্মাহ (ইমামদের ইমাম):** হানাফি মাযহাবের নস বা মূলবক্তব্য এবং দলিল-প্রমাণের ওপর তাঁর দখল এত গভীর ছিল যে, সমকালীন ওলামায়ে কেরাম তাঁকে 'ইমামুল আইম্মাহ' বা ইমামদের ইমাম হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন।
- **হানাফি উসূলের সংরক্ষক:** তৎকালীন সময়ে শাফেয়ী মাযহাবের উসূলবিদগণ 'মুতাকাল্লিমিন' পদ্ধতিতে উসূল রচনা করছিলেন। ইমাম বাজদাবী (রহ.) হানাফি মাযহাবের 'ফুকাহা' পদ্ধতিতে উসূল রচনা করে

হানাফি মাযহাবের স্বকীয়তা রক্ষা করেন এবং এর দালিলিক ভিত্তি সুদৃঢ় করেন।

৩. সমকালীন ও পরবর্তী ওলামাগণের অভিমত:

বিখ্যাত জীবনীকার ও আলেমগণ ইমাম বাজদাবী সম্পর্কে উচ্চমার্গীয় প্রশংসা করেছেন:

- **আল-কাফফাবী (রহ.) বলেন:** "তিনি ছিলেন ইমাম, ফকিহ, মুহাদ্দিস এবং ফখরুল ইসলাম (ইসলামের গর্ব)। তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না।"
- **ইবনে কুতলুবুগা (রহ.) বলেন:** "তিনি ছিলেন তাঁর যুগের একক ব্যক্তিত্ব। ফিকহ ও হাদিসের জ্ঞানে তিনি ছিলেন সমুদ্রতুল্য। তাঁর মুখস্থশক্তি ছিল প্রবাদতুল্য।"
- **আব্দুল কাদের আল-কুরাশী (রহ.) তাঁর 'জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ' গ্রন্থে বলেন:** "তিনি মাওয়ারাননাহার (ট্রান্সঅক্সিয়ানা)-এর শায়খ এবং হানাফিদের নেতা ছিলেন। তাঁর রচিত 'মাবসুত' ও 'উসূল' গ্রন্থই তাঁর ইলমের গভীরতার সাক্ষী।"

৪. উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) কেবল একজন গ্রন্থকার ছিলেন না; তিনি ছিলেন হানাফি মাযহাবের এক বিশাল স্তম্ভ। তাঁর ইলমী মর্যাদা এতই উঁচুতে ছিল যে, পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে তাঁর মতামতকেই ফতোয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: ইমাম আল-বাজদাবীর উল্লেখযোগ্য অবদান (মানাকিব) কী ছিল? ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর সংস্কারমূলক কাজগুলো আলোচনা কর।
ما هي مناقب الإمام البزدوي البارزة؟ وناقش أعماله الإصلاحية في (علوم الفقه وأصوله)

উত্তর:

১. ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তের ইতিহাসে ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.)-এর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি কেবল ইলম শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং ফিকহ ও উসূল শাস্ত্রের সংস্কার ও বিন্যাসে যে অবদান রেখেছেন, তা তাঁকে অমর করে রেখেছে।

২. উল্লেখযোগ্য অবদান (মানাকিব):

তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য অবদান বা গুণাবলী (মানাকিব) নিম্নরূপ:

- **অসাধারণ মুখস্থশক্তি:** তিনি হাজার হাজার হাদিস ও ফিকহি মাসআলা মুখস্থ রাখতেন। বলা হয়, তিনি তাঁর রচিত বিশাল গ্রন্থগুলো ছাত্রদেরকে মুখস্থ পড়াতেন।
- **বাতিল ফিরকার মুকাবিলা:** তিনি লেখনী ও বিতর্কের মাধ্যমে মুতাজিলা, কারামিয়া ও শিয়াদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা ছিল আপোষহীন।
- **ছাত্র তৈরি:** মধ্য এশিয়ায় তিনি এমন একদল যোগ্য আলেম তৈরি করে যান, যারা পরবর্তী সময়ে ইসলামি বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

৩. ফিকহ ও উসূল শাস্ত্রে সংস্কারমূলক কাজ:

ইমাম বাজদাবী (রহ.)-এর প্রধান সংস্কারগুলো হলো:

- **উসূল শাস্ত্রের ফুকাহা পদ্ধতির পূর্ণতা দান:** তাঁর পূর্বে উসূলের নিয়মগুলো বিক্ষিপ্ত ছিল। তিনি ফিকহি মাসআলা (শাখা) থেকে উসূল (মূলনীতি) বের করার পদ্ধতি বা 'ইস্তিখরাজ'কে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন।

- **কানজুল উসুল রচনা:** তিনি ‘উসূলুল বাজদাবী’ রচনা করেন, যা হানাফি মাযহাবের উসূলের ওপর রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব হিসেবে গণ্য হয়। এই কিতাবে তিনি ফিকহের জটিল বিষয়গুলোকে যৌক্তিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসেন।
- **তুলনামূলক ফিকহের আলোচনা:** তিনি তাঁর কিতাবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতামতের শক্তিশালী জবাব দেন এবং হানাফি মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন, যা তুলনামূলক ফিকহ (Comparative Fiqh) চর্চায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

৪. উপসংহার:

ইমাম বাজদাবীর সংস্কারমূলক কাজের ফলে হানাফি মাযহাব একটি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী মাযহাব হিসেবে টিকে আছে। তাঁর অবদান মুসলিম উম্মাহর জন্য এক চিরস্থায়ী সদকা-এ-জারিয়া।

প্রশ্ন ৬: আল-বাজদাবীর লেখালেখি ও গ্রন্থাবলির একটি তালিকা দাও। তাঁর কোন কোন গ্রন্থ অন্যান্য ফিকহী মাযহাবেও সমাদৃত হয়েছে?
(قدم قائمة بمؤلفات البزدوي وكتبه - وما هي مؤلفاته التي حظيت بالقبول والاهتمام في المذاهب الفقهية الأخرى؟) 3

উত্তর:

১. ভূমিকা:

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) ছিলেন একজন কলমযোদ্ধা। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, যা আজও মাদরাসা ও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত।

২. গ্রন্থাবলির তালিকা:

ইমাম বাজদাবী (রহ.) বিভিন্ন বিষয়ে কলম ধরেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো:

- **কানজুল উসুল ইলা মারিফাতিল উসুল (كنز الوصول إلى معرفة الأصول):** এটি 'উসূলুল বাজদাবী' নামেই সর্বাধিক পরিচিত। উসূলুল ফিকহের ইতিহাসে এটি একটি মাস্টারপিস।

- **আল-মাবসুত (المبسوط):** ফিকহ শাস্ত্রের ওপর রচিত এই বিশাল গ্রন্থটি ১১ খণ্ডে সমাপ্ত। এটি হানাফি ফিকহের একটি এনসাইক্লোপিডিয়া সদৃশ।

- **শরহু জামিউস সগির (شرح الجامع الصغير):** ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর বিখ্যাত কিতাব 'জামিউস সগির'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

- **শরহু জামিউল কবির (شرح الجامع الكبير):** এটিও ইমাম মুহাম্মদের কিতাবের ব্যাখ্যা।

- **তাফসিরুল কুরআন (تفسير القرآن):** তিনি পবিত্র কুরআনের একটি বিশাল তাফসির গ্রন্থ রচনা করেন, যা প্রায় ১২০ খণ্ডে সমাপ্ত ছিল বলে বর্ণিত আছে (যদিও এর পূর্ণাঙ্গ কপি এখন দুষ্প্রাপ্য)।

- **গাওয়ামিজ (غوامض):** ফিকহের জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়াবলীর ওপর রচিত গ্রন্থ।

৩. অন্যান্য মাযহাবে সমাদৃত গ্রন্থ:

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'কানজুল উসুল' (উসূলুল বাজদাবী) গ্রন্থটি মাযহাব নির্বিশেষে সকল ওলামায়ে কেরামের নিকট সমাদৃত হয়েছে।

- **গ্রহণযোগ্যতার কারণ:** এই কিতাবে তিনি উসূলের নীতিমালাগুলো এত সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন এবং শাব্দিক বিশ্লেষণের (যেমন: খাস, আম, আমর, নহি) যে গভীরতা দেখিয়েছেন, তা অন্যান্য মাযহাবের (শাফেয়ী, মালেকি) পণ্ডিতদেরও মুগ্ধ করেছে।

- **রেফারেন্স:** পরবর্তী সময়ে উসূল শাস্ত্রের ওপর যারাই কলম ধরেছেন, তাঁরা ইমাম বাজদাবীর এই গ্রন্থকে প্রধান রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এমনকি শাফেয়ী ওলামাগণও হানাফি উসূল বোঝার জন্য এই কিতাবের ওপর নির্ভর করেন।

৪. উপসংহার:

ইমাম বাজদাবী (রহ.)-এর গ্রন্থাবলী ইসলামি জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। বিশেষ করে তাঁর 'উসূল' গ্রন্থটি কিয়ামত পর্যন্ত ইলম পিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ করে যাবে।

প্রশ্ন ৭: ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবীর মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল? তাঁর মৃত্যুর পর মুসলিম বিশ্বে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল?
(كيف كانت وفاة الإمام فخر الإسلام البزدوي؟ وما هو نوع ردود الفعل التي ظهرت في العالم الإسلامي بعد وفاته؟)

উত্তর:

১. ভূমিকা:

প্রতিটি প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। হানাফি মাযহাবের এই মহান সূর্য, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) দীর্ঘকাল ইলমের আলো ছড়িয়ে অবশেষে পরপারে পাড়ি জমান। তাঁর মৃত্যু ছিল ইলমি জগতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

২. ইন্তেকালের বিবরণ:

ইমাম বাজদাবী (রহ.) ৪৮২ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের ঘটনাপ্রবাহ নিম্নরূপ:

- **সময় ও তারিখ:** নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে, তিনি ৪৮২ হিজরি সনের ৫ই জমাদিউল উলা (জমাদিউল আউয়াল), রোজ বৃহস্পতিবার ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল আনুমানিক ৮০ বছরের কাছাকাছি।
- **স্থান:** তিনি **'কাশ'** (Kesh) বা কেশ শহরের (বর্তমান উজবেকিস্তানের শাহরিসবজ অঞ্চল) নিকট ইন্তেকাল করেন।

৩. দাফন ও জানাজা:

যদিও তিনি 'কাশ' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন, কিন্তু তাঁর ভক্ত ও ছাত্রদের ইচ্ছায় তাঁকে ইলমের রাজধানী সমরকন্দে নিয়ে আসা হয়।

- **কবরস্থান:** সমরকন্দের বিখ্যাত **'চোকারদিজা'** (Chokardiza) কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। এই কবরস্থানটি ছিল ওলামা ও মাশায়েখদের জন্য নির্ধারিত। এখানে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অনেক শিক্ষক এবং ইমাম আবু মানসুর আল-মাতুরিদি (রহ.)-এর কবরও রয়েছে।

৪. মুসলিম বিশ্বে প্রতিক্রিয়া:

তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর মুসলিম বিশ্বে, বিশেষ করে মধ্য এশিয়ায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

- **ছাত্রদের আহাজারি:** তাঁর হাজার হাজার ছাত্র পিতৃহারা সন্তানের মতো শোকাতুর হয়ে পড়েন। বলা হয়, তাঁর জানাজায় মানুষের ঢল নেমেছিল যা সমরকন্দের ইতিহাসে বিরল।

- **ওলামায়ে কেরামের মন্তব্য:** সমসাময়িক আলেমরা মন্তব্য করেছিলেন, "আজ মাটির নিচে ইলমের এক বিশাল ভাণ্ডার দাফন করা হলো।" ফিকহ ও উসূলের যে মশাল তিনি জ্বালিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে তা সাময়িকভাবে ম্লান মনে হলেও তাঁর কিতাবের মাধ্যমে তা আজও প্রজ্বলিত।

৫. উপসংহার:

ইমাম বাজদাবী (রহ.) নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করলেও তাঁর কীর্তি অবিনশ্বর। সমরকন্দের মাটিতে শুয়ে থেকেও তিনি তাঁর রচিত 'উসূলুল বাজদাবী'র প্রতিটি অক্ষরের মাধ্যমে আজও মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে জীবিত আছেন।

প্রশ্ন ৮: আল-বাজদাবী যে ইলমী পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন, সে পরিবেশ তাঁর ফিকহী ও উসূলী চিন্তাধারাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল- বিশ্লেষণ কর।
(حلل كيف أثرت البيئة العلمية التي نشأ فيها البزدوي على فكره الفقهي والأصولي)

উত্তর:

১. ভূমিকা:

মানুষ তাঁর পরিবেশের সন্তান। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) এমন এক স্বর্ণালি যুগে এবং উর্বর ইলমী জনপদে বেড়ে উঠেছিলেন, যা তাঁর চিন্তাধারা ও মনন গঠনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর ফিকহী ও উসূলী দর্শনে এই পরিবেশের ছাপ সুস্পষ্ট।

২. পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব:

- **বংশগত ইলম:** তিনি এমন এক পরিবারে জন্ম নেন যেখানে দাদা, বাবা ও ভাইয়েরা সবাই ছিলেন বড় আলেম। শৈশব থেকে ঘরের ভেতর ফিকহী বিতর্ক ও মাসআলা-মাসাইল শুনে বড় হওয়ার কারণে ফিকহ তাঁর রক্তে মিশে গিয়েছিল।
- **হানাফি ঐতিহ্য:** তাঁর পরিবার ছিল হানাফি মাযহাবের একনিষ্ঠ অনুসারী। ফলে ছোটবেলা থেকেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পদ্ধতির প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও ভালোবাসা তৈরি হয়।

৩. ভৌগোলিক ও একাডেমিক পরিবেশ (মাওয়ারাননাহার):

তৎকালীন মাওয়ারাননাহার (ট্রান্সঅক্সিয়ানা) ছিল হানাফি ফিকহ ও মাতুরিদি আকিদার দুর্গ।

- **যুক্তিবাদ ও ওহীর সমন্বয়:** এই অঞ্চলের আলেমরা ছিলেন ইমাম মাতুরিদি (রহ.)-এর অনুসারী, যারা বিশ্বাস ও যুক্তির অপূর্ব সমন্বয় করতেন। ইমাম বাজদাবীর উসূল গ্রন্থেও দেখা যায় তিনি নিছক বর্ণনার চেয়ে 'Dirayah' বা যুক্তিনির্ভর দলিলে বেশি জোর দিয়েছেন।
- **মুতাজিলা বিরোধী অবস্থান:** তৎকালীন সময়ে মুতাজিলাদের প্রভাবে যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসার ঘটছিল। ইমাম বাজদাবী তাঁর পরিবেশ থেকে শিখেছিলেন কীভাবে যুক্তির মাধ্যমেই মুতাজিলাদের ভ্রান্ত যুক্তি খণ্ডন করতে হয়।

৪. ফিকহী ও উসূলী চিন্তাধারায় প্রভাব:

পরিবেশের প্রভাবে তাঁর চিন্তাধারায় দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে:

- **শাখা থেকে মূলনীতি চয়ন (তাখরিজুল উসূল মিনাল ফুরু):** তাঁর অঞ্চলের পদ্ধতি ছিল ফিকহী মাসআলাগুলো সামনে রেখে সেখান থেকে উসূল বের

করা। ইমাম বাজদাবী এই 'ফুকাহা পদ্ধতি'কেই তাঁর জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন।

- **মাযহাবের প্রতিরক্ষা:** শাফেয়ী মাযহাবের প্রভাবে যখন হানাফি উসূল আক্রান্ত হচ্ছিল, তখন তিনি তাঁর পরিবেশের লব্ধ জ্ঞান দিয়ে হানাফি মাযহাবের যৌক্তিক ভিত্তি দাঁড় করান।

৫. উপসংহার:

ইমাম বাজদাবী (রহ.)-এর পরিবেশ তাঁকে শিখিয়েছিল কীভাবে নকল (বর্ণনা) ও আকল (বুদ্ধি)-এর সমন্বয় ঘটাতে হয়। এই শিক্ষার আলোকেই তিনি 'উসূলুল বাজদাবী' রচনা করেন, যা আজও হানাফি মাযহাবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

প্রশ্ন ৯: হানাফি মাযহাবের মধ্যে উসূলুল ফিকহের জ্ঞানকে সংকলিত ও সুসংগঠিত করার ক্ষেত্রে আল-বাজদাবীর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
اشرح دور البزدوي في تجميع وتنظيم علم أصول الفقه داخل المذهب الحنفي)

উত্তর:

১. ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) এক যুগান্তকারী নাম। হানাফি মাযহাবের উসূলকে বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে একটি সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক কাঠামোতে দাঁড় করানোর কৃতিত্ব এককভাবে তাঁরই।

২. পূর্ববর্তী অবস্থা:

ইমাম বাজদাবীর আগে হানাফি উসূলের মাসআলাগুলো ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিভিন্ন ফিকহী কিতাবের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। ইমাম কারখী ও ইমাম জাসসাস (রহ.) কিছু কাজ করলেও তা পূর্ণাঙ্গ কাঠামোগত রূপ পায়নি এবং শাফেয়ী উসূলবিদদের আক্রমণের যথার্থ জবাব সেখানে কম ছিল।

৩. ইমাম বাজদাবীর ভূমিকা ও অবদান:

তিনি হানাফি উসূলকে পুনর্গঠন করেন নিম্নোক্তভাবে:

- **পদ্ধতিগত সংস্কার (ফুকাহা পদ্ধতি):** তিনি 'তরিকাতুল ফুকাহা' বা ফকিহদের পদ্ধতিকে পূর্ণতা দেন। এই পদ্ধতিতে আগে ফিকহী মাসআলাগুলো বিশ্লেষণ করা হয় এবং তা থেকে সাধারণ নীতিমালা (উসূল) বের করা হয়। এটি ছিল শাফেয়ী 'মুতাকাল্লিমিন' পদ্ধতির বিপরীত ও অধিকতর বাস্তবসম্মত।

- **কানজুল উসুল রচনা:** তিনি তাঁর অমর গ্রন্থ 'কানজুল উসুল' রচনা করেন। এতে তিনি উসূলের বিষয়গুলোকে (যেমন: খাস, আম, মুশতরাক, মুআওয়াল) অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে সাজান।

- **সংজ্ঞা ও সীমানা নির্ধারণ:** তিনি উসূলের পরিভাষাগুলোর এমন সূক্ষ্ম সংজ্ঞা প্রদান করেন যা 'জামিউ ও মানিউ' (পরিপূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত)। যেমন, তিনি 'আমর' (আদেশ) ও 'নহি' (নিষেধ)-এর হুকুম এবং এর প্রভাব বিস্তারিত আলোচনা করেন।

- **দলিলিক ভিত্তি স্থাপন:** তিনি প্রতিটি উসূলের পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা থেকে অকাট্য দলিল উপস্থাপন করেন, যা হানাফি মাযহাবের বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দেয়।

৪. প্রভাব:

তাঁর এই কাজের ফলে হানাফি উসূল একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্রে পরিণত হয়। পরবর্তী সময়ে যারাই হানাফি উসূল নিয়ে কাজ করেছেন (যেমন: ইমাম সারাখসী, ইমাম নাসাফী), তাঁরা সবাই ইমাম বাজদাবীর তৈরি করা কাঠামোর ওপরই ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

৫. উপসংহার:

ইমাম বাজদাবী (রহ.) হানাফি উসূলকে এমনভাবে সুসংগঠিত করেছেন যে, তাঁকে হানাফি উসূলের 'মুজাদ্দিদ' বা সংস্কারক বলা অত্যুক্তি হবে না।

প্রশ্ন ১০: তাঁর সমসাময়িক ফকীহ ও উসূলীগণের সাথে আল-বাজদাবীর সম্পর্ক কেমন ছিল? তাঁর ইলমী জীবনে তাঁদের প্রভাব আলোচনা কর।
كيف كانت علاقة البزدوي بالفقهاء والأصوليين المعاصرين له؟ وناقش (تأثيرهم على حياته العلمية؟) [4]

উত্তর:

১. ভূমিকা:

একজন বড় মনিষী কখনোই একা তৈরি হন না; তিনি তাঁর সমসাময়িক পণ্ডিতদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করেন। ইমাম বাজদাবী (রহ.)-ও তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ফকিহ ও উসূলবিদদের সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।

২. সমসাময়িক ফকিহদের সাথে সম্পর্ক:

- **ইমাম শামসুল আইম্মাহ আস-সারাখসী (রহ.):** ইমাম সারাখসী ছিলেন ইমাম বাজদাবীর সমসাময়িক এবং একই উস্তাদ (হালওয়ানী)-এর ছাত্র। যদিও তাঁরা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না, কিন্তু ইলমী ময়দানে তাঁরা ছিলেন 'দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র'। উভয়েই হানাফি মাযহাবের উসূলকে সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ইলমী আদান-প্রদান ছিল।

- **শামসুল আইম্মাহ আল-হালওয়ানী (রহ.):** তিনি ছিলেন ইমাম বাজদাবীর উস্তাদ। উস্তাদের প্রতি তাঁর ভক্তি ছিল অপরিসীম। তিনি তাঁর কিতাবে উস্তাদের মতামতকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন।

- **সদরুল ইসলাম আবুল ইউসর (ভাই):** সমসাময়িক হিসেবে নিজ ছোট ভাইয়ের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। তিনি ভাইকে ইলমের উত্তরাধিকারী হিসেবে গড়ে তোলেন।

৩. ইলমী জীবনে তাঁদের প্রভাব:

সমসাময়িকদের প্রভাব তাঁর জীবনে বিভিন্নভাবে পড়েছে:

- **বিতর্ক ও আলোচনা (মুনাজারা):** সমসাময়িক আলেমদের সাথে ফিকহী বিতর্কের ফলে তাঁর যুক্তিগুলো আরও ধারালো হয়েছে। বিশেষ করে

শাফেয়ী আলেমদের সাথে বিতর্কের কারণে তিনি তাঁর কিতাবে তুলনামূলক ফিকহ (Comparative Fiqh) যুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ হন।

- **পরিপূরক ভূমিকা:** ইমাম সারাখসী যখন 'মাবসুত' লিখে ফিকহকে বিস্তারিত করছিলেন, তখন ইমাম বাজদাবী 'উসূল' লিখে তার ভিত্তি মজবুত করছিলেন। তাঁরা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছেন।
- **প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব:** সুস্থ ইলমী প্রতিযোগিতা তাঁকে সর্বদা গবেষণায় মগ্ন থাকতে সহায়তা করেছিল।

৪. উপসংহার:

ইমাম বাজদাবী (রহ.) তাঁর সমসাময়িক ওলামায়ে কেরামকে প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং দ্বীনের পথের সহযোগী মনে করতেন। তাঁদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল সম্মান, শ্রদ্ধা ও ইলমী সহযোগিতার। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টাই হানাফি মাযহাবকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।